আমলযোগ্য (cognizable cases) মামলা দায়েরের সাথে সাথে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা হয়রানি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে সরকারের ১৮ এপ্রিল, ২০০৭ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৫ বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ তারিখের লেঃ প্রঃ ২০১/০৭ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত• প্রতিবেদন।

সরকারের বিগত ৫ বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, মোতাবেক ১৮ এপ্রিল, ২০০৭ ইং তারিখের লেঃ প্রঃ ২০১/০৭ নং স্মারক মোতাবেক ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী আমলযোগ্য মামলায় (cognizable case) মামলা দায়েরের সাথে সাথেই পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অহেতুক গ্রেপ্তার বা হয়রানি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন প্রসংগে সরকার আইন কমিশনের সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে আমাদের সুপারিশ প্রদানের প্রয়োজনে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশি-ষ্ট বিধানাবলী অন্যান্য আইনের বিধানাবলী সহকারে অতঃপর বিস্• ারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

আমাদের দেশে দন্ডবিধি আইন, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, সাক্ষ্য আইন ও অন্যান্য কিছু আইন (other laws)- এর ভিত্তিতে Criminal Justice System প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজে সংঘটিত অপরাধসমহ রোধকল্পে এবং শান্তি• শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬০ সালে দন্ডবিধি আইন (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এই দন্ডবিধি আইনে সমাজে সংঘটনযোগ্য সকল প্রকার অপরাধের বিস্• ারিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং সংজ্ঞায়িত প্রত্যেক অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি• (মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত•) নির্ধারণ (prescribed) করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংঘটিত অপরাধের জন্য অপরাধের মাত্রা ও গুর“ত্ব অনুসারে একটি বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি• প্রদান করা হইয়া থাকে। কোন্ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া অপরাধের তদন্ত• কার্য চলিবে, তদন্তে• পুলিশের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া ১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) নামে একটি পর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতি ও সাক্ষ্য আইনের সংশি-ষ্ট বিধানসমহ পালন করিয়া দন্ডবিধি আইনের আওতাভক্ত এবং ক্ষেত্রমতে অন্যান্য আইন (other laws)- এর আওতাভুক্ত অপরাধসম• হের তদন্ত• ও বিচারকার্য নিস্পত্তি করা হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে অপরাধকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি হইল আমলযোগ্য অপরাধ (cognizable offence) এবং অপরটি হইল আমল-অযোগ্য অপরাধ

(non-cognizable offence)। আমলযোগ্য অপরাধ এবং আমলযোগ্য মামলায় (cognizable offence and cognizable case) মামলা দায়েরের সাথে সাথেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ও এ সম্পর্কিত বিষয়সম• হ হইল আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪ (১) (চ) ধারায় "আমলযোগ্য অপরাধ" ও "আমলযোগ্য মামলা" সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে যাহা নিম্নে উলে-খ করা হইলঃ-

"৪ (১) (চ)ঃ "আমলযোগ্য অপরাধ" ও "আমলযোগ্য মামলা" (cognizable offence and cognizable case)- এর অর্থ, সেই অপরাধ ও সেই মামলা, যাহার জন্য বা যাহাতে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিল অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য যে কোন আইন অনুসারে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারেন"।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৫১১টি ধারার মধ্যে ২১৭টি ধারাই ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের দ্বিতীয় তফসিলে আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশ কর্মকর্তাকে দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য আইন (other laws)- এর আওতাভুক্ত অপরাধ সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলের শেষের অংশে Offences Against Other Laws শিরোনামে বর্ণিত আছে যে, যে সকল অপরাধের শাস্তি• মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা পাঁচ বৎসরের অধিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি• দুই বৎসরের কম নহে এবং পাঁচ বৎসরের বেশী নহে, সেইসব ক্ষেত্রে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধিতে পুলিশ কর্মকর্তাকে আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পরোয়ানা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের "ইচ অংশে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার (arrest without warrant) সম্পর্কিত বিধানসম• হ ৫৪-৬৬ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে ৫৪ ধারাটি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। বিধানটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ-

"৫৪ (১)- যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অথবা পরোয়ানা ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন -

প্রথমতঃ, কোন আমলযোগ্য অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি অথবা এইরূপ জড়িত বলিয়া যাহার বির"দ্ধে যুক্তিসংগত অভিযোগ করা হইয়াছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গিয়াছে

অথবা যুক্তিসংগত সন্দেহ রহিয়াছে। ----------
---------- ।"

এই ধারায় মোট নয় প্রকার পরিস্থিতির লোককে গ্রেপ্তার করার বিধান করা হইয়াছে। প্রথম পরিস্থিতিটিই আমাদের আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়। কাজেই বাকি আট প্রকার পরিস্থিতি এখানে আর উলে-খ করা গেল না।

উপরোক্ত ৫৪ (১) ধারা হইতে দেখা যাইবে যে কোন আমলযোগ্য অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা জড়িত বলিয়া যাহার বির"দ্ধে যুক্তিসংগত অভিযোগ করা হইযাছে বা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গিয়াছে বা যুক্তিসংগত সন্দেহ রহিয়াছে তাহাকে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করিতে পারেন। ইহা ছাড়াও ৫৯ (১) ধারা মোতাবেক কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকও তাহার দৃষ্টির মধ্যে জামিন-অযোগ্য ও আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশে সোপর্দ করিতে পারেন। ইহাকে বলা হয় নাগরিকের গ্রেপ্তার বা পরঃব্লবহ্নং ধৎৎবংঃ। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ সংঘটিত হইলে তিনিও গ্রেপ্তার করিতে পারেন (ধারা ৬৪)। আমাদের দেশে আমলযোগ্য অপরাধ যথা নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী-পাচার ইত্যাদি ধরণের অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ পাওয়ার পর সংশি-ষ্ট থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া বর্ণিত আইন মোতাবেক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযোগের তদন্ত• শুর" করেন।

"আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা মোতাবেক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ এইরূপ অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে" (Abdur Rahman vs. The State, 29 DLR (SC) 258)| "An arrest is a part of investigation and cannot be stayed" (Meenakshi Agarwal vs. State of U.P., 2001 Cr. LJ 395 (398)

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রহিয়াছে বলিয়া কোন নাগরিককে পুলিশ এভাবে গ্রেপ্তার করিতে পারে কিনা। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।" এই বিধান হইতে প্রতীয়মান হয় যে শুধুমাত্র যুক্তিসংগত আইনের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। মাহমুদুল ইসলামের রচিত "Constitutional Law of Bangladesh" নামক পুস্ত• কে বলা হইয়াছে যে "জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিতকরণ সংক্রান্ত• শাস্তি• র বিধান সম্বলিত কোন দন্ডবিধি আইন অবশ্যই বাস্ত• বতার নিরিখে যুক্তিসংগত হইতে হইবে এবং আদালত ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।" (পৃষ্ঠাঃ ১৯৩-১৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ)। কার্যবিধি আইনের ৫৪ (১) ধারাটি যুক্তিসংগত না, এই মর্মে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্ত• ান ও

অন্যান্য কমন ল' ভুক্ত দেশের উচ্চ আদালত কোন সিদ্ধা¯• দিয়াছেন বলিয়া কমিশনের নজরে আসে নাই।

শাসনতন্ে• বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিতে কাহাকেও গ্রেপ্তার হইতে অব্যাহতি দিয়া কোন মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয় নাই। ৩৩ অনুচ্ছেদে গ্রেপ্তার ও আটক সম্ভর্কে কিছু রক্ষাকবচ দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের ১ দফায় বলা হইয়াছে যে গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক (detained in custody) রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আপ্পক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। ৩৩ অনুচ্ছেদের ২ দফায় বলা হইয়াছে যে, গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। কাজেই সংবিধানের ৩৩ (১) ও ৩৩ (২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক- (১) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জানাইতে হইবে, (২) তাহাকে নিজস্ব মনোনীত আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণের এবং আইনজীবীর দ্বারা আপ্পক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না, (৩) তাহাকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (আদালতে যাত্রার সময় ব্যতিরেকে) নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে এবং (৪) ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে তাহাকে চব্বিশ ঘন্টার বেশী সময় আটক রাখা যাইবে না। উক্ত চারটি অধিকারই গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। এই সাংবিধানিক অধিকারগুলি গ্রেপ্তারের পরেই কেবল উদ্ভ• ত হয়। ৩৩ (১) অনুচ্ছেদে 'গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে' এই কথাটি হইতেই পরিস্কার অনুধাবন করা যাইবে যে, আমলযোগ্য অপরাধ করিলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে কোন বাধা নাই। মাহমুদুল ইসলামের পুস্• কেও বলা হইয়াছে যে ৩৩ অনুচ্ছেদে অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার এবং আটকাদেশের বির"দ্ধে কিছু পদ্ধতিগত রক্ষাকবচের বিধান করা হইয়াছে। ৩৩ (১) ও ৩৩ (২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির প্রাপ্য উপরোক্ত চারটি অধিকারের হুবুহু উলে-খ করা হইয়াছে। (ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৭)

মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার একটি সীমারেখার মধ্যে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্ভর্কে প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোকপাত করা হইল। মোঃ আব্দুল হালিমের রচিত Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective, A Comparative study of problems of Constitutionalism in Bangladesh পুস্• কে বর্ণিত আছে যে,

"the enjoyment of rights can nowhere be seen in an absolute position, for the enjoyment of one's right in the society is subject to the

enjoyment of others' right. ----------. Unrestricted individual liberty becomes a licence and jeopardises the liberty of others..... If indivisuals are allowed to have absoulte freedom of speach and action, the result would be chaos, ruin and anarchy..... This idea has got recognition in article 29 (2) of the Universal Declaration of Human Rights, 1948-

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

কাজেই আমাদের সংগঠিত সমাজে প্রতিটি নাগরিক দেশের প্রচলিত আইনের সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকিয়াই জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিবেন, আইনের সীমা অতিক্রম করিয়া বা অন্যের ব্যক্তি স্বাধীনতা ল• খন করিয়া নয়। ল• ঘন করিলেই সমাজে দ্বন্দ্ব ও বিশৃ• খলা সৃষ্টি হইবে। আমরা যে সকল আইন বিষয়ে এখানে আলোচনা করিতেছি সেই সকল আইন আমাদের দেশে দেড় শত বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল যাবত প্রচলিত ও পরীক্ষিত আইন। পুলিশ বাহিনী দেশের প্রথম ও প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিধায় আমলযোগ্য অপরাধ সৃষ্টিকারী (যেমন খুন) অপরাধীকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার সুস্পষ্ট বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে দেওয়া হইয়াছে। অপরাধরোধ ও প্রতিরোধ এবং সমাজে শান্ি• শৃ• খলা রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্যেই ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইংল্যান্ডের আইনে অপরাধকে গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ ও গ্রেপ্তার-অযোগ্য অপরাধ হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইংল্যান্ডের আইনে যে অপরাধের জন্য নির্ধারিত বাধ্যতাম• লক দন্ড অথবা পাঁচ বছরের কারাদন্ডের বিধান রহিয়াছে (যেমন চুরি) সেই সব অপরাধকে গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ বলা হয়। (Criminal Law Act, 1967, section 2 (1)) অন্য সকল অপরাধ গ্রেপ্তার-অযোগ্য অপরাধ বলিয়া অভিহিত হয়। গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধে লিপ্ত অথবা গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধে সন্দেহভাজন লোককে যে কোন ব্যক্তি আইনসম্মতভাবে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইলে ন্যায়সংগতভাবেই সন্দেহভাজন অপরাধীকে বিনা পরোয়ানায়ও গ্রেপ্তার করা হইতে পারে। পুলিশ যদি সন্দেহ করিয়া থাকে যে, গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ ঘটিয়া গিয়াছে তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। ইংল্যান্ডের মতো বাংলাদেশে অপরাধকে গ্রেপ্তারযোগ্য ও গ্রেপ্তার-অযোগ্য অপরাধে বিভক্ত করা হয় নাই বরং আমলযোগ্য ও আমল-অযোগ্য অপরাধে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেবল আমলযোগ্য অপরাধে পুলিশ বিনা পরোয়ানায়

আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। ইংল্যান্ডে ১৯৯৮ সনে এঁসধহ জরমযঃং অপঃ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ আইনে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও প্রচলিত আইনের প্রবহমানতা বজায় রাখা হইয়াছে। শুধু মৃত্যুদন্ড রহিত করা হইয়াছে যাহা অনেক আগেই রহিত করা ছিল।

আমেরিকার আইনেও আমলযোগ্য অপরাধ করিলে পুলিশ অপরাধীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারে। "A cognizable offence in the United States is a case where the police can arrest without a warrant. All cognizable cases involve criminal offences. Murder, robbery, theft, rioting and counterfeiting are some examples of cognizable offences" (source – internet).

আমাদের দেশে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ে (ধারা ১৫৪-১৭৬) কোন অপরাধ সংগঠনের সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্জর্কে বিস্• ারিতভাবে বিধান করা হইয়াছে। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মৌখিকভাবে দেওয়া হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন। লিখিত অথবা মৌখিক সংবাদ পাওয়ার পর নির্ধারিত বইয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদদাতাকে পড়িয়া ও শুনাইয়া তাহার দস্• খত নিবেন। আমলযোগ্য অপরাধ বিশেষ করিয়া খুন, ডাকাতি, চাঁদাবাজি (বীঃড়ৎঃরড়হ), অপহরণ, ধর্ষণ, ইত্যাদি গুর"তর অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পাইলে সংশি-ষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা যে কোন একজন কর্মকর্তা সংগে সংগে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া সংঘটিত অপরাধের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের স্বার্থে প্রদর্শিত বা বর্ণিত অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও মামলার তদন্• শুর" করা তাহার বা তাহাদের আইনসম্মত কর্তব্য হইয়া যায়। তদন্• কার্যে অবহেলা বা দেরী করিলে ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা জটিল হইয়া পড়ে। গ্রেপ্তারের ম• ল উদ্দেশ্য হইল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পলায়নের সুযোগ হইতে নিবৃত্ত করা। একটি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সংবাদ টেলিগ্রাম বা টেলিফোনেও থানায় দেওয়া যায়। একটি মেয়েকে অপহরণের সংবাদ টেলিফোনে পাইলে থানার পুলিশ কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যাইয়া প্রথম দায়িত্ব হিসাবে ভিকটিমকে উদ্ধার করা, উদ্ধার করার পর ডাক্তারি পরীক্ষা করানো, আসামী গ্রেপ্তার করা ও তদন্• শুর" করা পুলিশের কর্তব্য হইয়া যায়। বিলম্ব করিলে ভিকটিমের জীবন বিপন্ন হইবে, আসামীকেও পাওয়া যাইবে না, অপরদিকে ভিকটিমের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিবে।

১৮৯৮ সালের পর হইতে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের মাত্রা, অপরাধপ্রবণতা ও অপরাধ সংঘটনের কৌশল নব নব আকারে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ উপরোক্ত রূপে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অপরাধসম• হ রোধকল্পে ও দমনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ আইন যথা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্ি•)

অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, আইন-শৃ• খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্র ত বিচার) আইন, ২০০২, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করা ছাড়াও ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনে কিছু নতুন ধারা সংযোজন যথা ৩২৬ -এ (এসিড নিক্ষেপের জন্য মৃত্যুদন্ড পর্যন্• শাস্ি• র বিধান) ও আরও কিছু ধারায় কঠোর শাস্ি• র বিধান করিয়াছেন। এই সকল আইনের আওতাভূক্ত অপরাধ আমলযোগ্য এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপরাধ শুধু আমলযোগ্যই নহে, ইহা জামিন-অযোগ্যও বটে। এছাড়াও অস্• আইনের এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অপরাধগুলিও আমলযোগ্য অপরাধ। জনগনের, বিশেষ করিয়া নারী সমাজের, জোর দাবীর প্রেক্ষিতে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যেই এই সকল বিভিন্ন কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই সকল আইনের আওতাভূক্ত অপরাধ করার পরেও যদি অপরাধীকে অপরাধের সংবাদ ছাড়াও অন্য কোন সমর্থনস• চক উপাদান না পাওয়া পর্যন্• গ্রেপ্তার করা না হয় তাহা হইলে এই সকল আইনের উদ্দেশ্যই শুধু ব্যর্থ হইবে না, বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষ করিয়া নারী সমাজ, আন্দোলন শুর করিতে পারে। তদন্• কবে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং সেই পর্যন্• আসামীরা বাহিরে থাকিলে ভিকটিমের জীবন বিপন্ন হইয়া যাইবে।

১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইন, (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) সমাজের শাস্ি• শৃ• খলা বিধানকল্পে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। দন্ডবিধি আইনের উদ্দেশ্য হইল অপরাধীকে শাস্ি• প্রদান করিয়া অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ করা। ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইন এবং সাক্ষ্য আইন সম• হ আমাদের দেশে শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ পরীক্ষিত আইন। অপরাধীকে শাস্ি• প্রদানের দায়িত্ব একান্• ভাবেই রাষ্ট্রের, কারণ রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম্ভির রক্ষক। নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম্ভি রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিধায় প্রতিটি গুর তর অপরাধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই বাদীর ভূমিকা পালন করিতে হয় এবং অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য যথাযথ ও আইনানুগভাবে শাস্ি• প্রদানের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন, একটি খুনের মামলার তদন্• সমাপ্তির পর মামলার বিচারকার্য সম্জ্ঞ করিলেও দেখা যায় যে প্রায় সত্তর ভাগ মামলাতেই সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস হইয়া যায়। এই খালাস হইবার অর্থ এই নহে যে, বর্ণিত খুনের ঘটনাটি আদৌ ঘটে নাই। ঘটনাটি ঠিকই ঘটিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতের সামনে উপস্থিত করিয়া মামলাটি beyond all reasonable doubt প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আসামী খালাস পাইয়াছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের আমলযোগ্য অপরাধ যেমন খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ইত্যাদি গুর তর অপরাধসম• হ অহরহ সংঘটিত হইতেছে। এইসব অপরাধে প্রদর্শিত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাই স্বাভাবিক আইন। সংগে সংগে গ্রেপ্তার না করিলে এইসব

অপরাধীকে আর কখনোই পাওয়া যায় না এবং অপরাধী বাহিরে থাকার কারণে সাক্ষীরা ভয়ে তদন্• কর্মকর্তার সামনে হাজির হয় না, ফলে সাক্ষ্যের অভাবে সঠিকভাবে তদন্• করা মোটেও সম্ভব হয় না। এছাড়াও বিচারকার্য পরিচালনার সময় বাহিরে থাকা আসামীরা সাক্ষীদের জীবন ও সম্ভ্রদের উপর হামলা বা ঃযৎবধঃ করার কারণে সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থিত হইলেও আতংকে সঠিক কথা বলিতে পারে না। এছাড়া কিছু unknown murder প্রায়ই সংঘটিত হয়। আইন হইল যে, এই রকম ঘটনার সংবাদ যে কোন ভাবেই টেলিগ্রাম বা টেলিফোনে পাওয়া মাত্র পুলিশের কর্তব্য হয় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্• করা। এই †¶‡ÎI suspect-দেরকে গ্রেপ্তার ও interrogation- না করিলে খুনের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয় না। বিধায় ংঁংঢ়বপঃ-দেরকেও সংগে সংগে তদন্ে• র স্বার্থে গ্রেপ্তার করিতে হয়। গ্রেপ্তার না করিলে রহঃবৎৎড়মধঃরড়হ করা সম্ভব হয় না। ১৬৭ ধারায় interrogation- এর প্রয়োজনেই ১৫ দিন পর্যন্• পুলিশী হেফাজতে রাখার বিধান করা হইয়াছে। প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্যই interrogation-এর প্রয়োজন হয়। অন্যান্য দেশেও একই ব্যবস্থা বিদ্যমান। কেহ যদি মনে করেন যে তাহাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি habeas corpus বা জামিনের মাধ্যমে মুক্তি পাইতে পারেন।

তদন্ত• কালে সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হইয়া থাকে। অতএব মামলা দায়ের হইবার সাথে সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা কাম্য নহে মর্মে আলোচ্য পত্রে উলে-খ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে ইহা বলা প্রয়োজন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারা মোতাবেক তদন্• সমাপ্তির পর নির্ধারিত ফরমে "পুলিশ রিপোর্ট" দাখিল করার কথা বলা রহিয়াছে। এই ধারায় "অভিযোগপত্র" বা "ফাইনাল রিপোর্ট" বলিয়া কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। পুলিশ রিপোর্টের পার্থক্য বোঝার সুবিধার্থে পুলিশ রেগুলেশনের মধ্যে অভিযোগ পত্র ও ফাইনাল রিপোর্ট কথাগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। অভিযোগ তদন্• ক্রমে প্রাথমিক প্রমাণ পাইলে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয় এবং আসামীর বির"দ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ না পাইলে ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়। কিন্তু ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যদি এই মর্মে সন্• ষ্ট হন যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ পত্র হইতে অনুচিতভাবে বাদ পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির বির"দ্ধে অনুরূপ পুলিশ রিপোর্ট বা ফাইনাল রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধটি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ (১) ধারার (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক আমলে গ্রহণ করিতে পারেন। (Falak Sher and another vs. The State, 19DLR 426 SC)| ফাইনাল রিপোর্টের বির"দ্ধে কোন নারাজি দরখাস্• পেশ করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদির জবানবন্দি গ্রহণপ• র্বক মামলাটি আমলে নিতে অথবা ফৌজদারী কার্য্যবিধির

২০২ ধারায় বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন। (অনফঁং ঋধষধস গধৎংঃবৎ ধষরধং ঋধষধস ধহফ ধহড়ঃযবৎ াং. এঃযব ঝঃধঃব, ৩৬ উখজ ৫৮ (৬০) অউ).

১৭৩ ধারায় অভিযোগ পত্র ও চূড়ান্• রিপোর্ট এই দুইটি মিলিয়াই পুলিশ রিপোর্ট তৈরী হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ফাইনাল রিপোর্ট সন্দে• াষজনক না হইলে কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া উপাদান (material) পাওয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ আসামী বা আসামীদের বির"দ্ধে মামলাটি আমলে নিতে পারেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে further investigation- এর জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। কাজেই ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করিলেই ঘটনাটি ঘটে নাই ইহা বলা যাইবে না। নানা কারণে ফাইনাল রিপোর্ট হয় এবং সেইজন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারাজি দেওয়া হয়। আমলযোগ্য অপরাধ বিশেষ করিয়া গুর"তর অপরাধ সংঘটিত হইলে পুলিশের প্রথম আইনগত দায়িত্ব হয় আসামী গ্রেপ্তার করিয়া পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্ভদনের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে মর্মে আলোচ্যপত্রে উলি-খিত বিষয়ে বলা যায় যে আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্জন্নের কোন বিধান বা ব্যবস্থা ১৯৮২ সালের প• র্ব পর্যন্• ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় কখনোই ছিল না। আসামীর উপস্থিতিতে এবং সম্মুখেই বিচার কার্য পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতার বিধান যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকটি সাক্ষীকে আসামীর সামনে পরীক্ষা করাই প্রকৃত বিচার পদ্ধতি এবং বাদীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামীদেরকে পরীক্ষা করা বাধ্যতাম• লক এবং এই পরীক্ষাকালীন সময়ে কোন্ সাক্ষী কোন্ নির্দিষ্ট বিষয়টি আসামীর বিপক্ষে বলিয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়া আসামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এ সম্র্ককিত আসামীর কোন বক্তব্য থাকিলে তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

১৯৮২ সালের ২৪ নং অধ্যাদেশ মোতাবেক ফৌজদারী কার্য্যবিধিতে ৩৩৯-বি ধারা নামে একটা নতুন ধারা সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাই আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারের একটা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। এই ধারার নির্ধারিত বিধান হইল যে, ৮৭ ও ৮৮ ধারার বিধান (proclamation and attachment for person absconding) পালন করার পর যদি আদালতের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন আসামীকে কিছুতেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইতেছে না এবং সে সার্থকভাবে গ্রেপ্তার এড়াইয়া ফেরারী হইয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারার আশু কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল এই চরম পরিস্থিতিতেই বিচারকারী আদালত কর্তৃক কমপক্ষে দুইটি বহুল-প্রচারিত জাতীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে ঐ অনুপস্থিত আসামীকে বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দিতে হয় এবং সংশি-ষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে তখনই কেবল সেই ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই তাহার বিচারকার্য সম্জন্ন করা যায়। কিন্তু ঐ আসামী পরবর্তীতে হাজির হইয়া আপিল বা রিভিশন

করিলে অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগদানের স্বার্থে মামলাটি রিমান্ডে চলিয়া আসে। এভাবে মামলার চ• ড়া‍ন্• নিস্‍র্ত্তি বিলম্বিত হয়। কাজেই আইনের নির্ধারিত বিধান হইল আসামীকে অবশ্যই বিচারের সময় আদালতে হাজির করিতে হইবে এবং এটাই সাধারণ নিয়ম। আসামীকে আদালতে গঠিত পযধৎমব পাঠ করিয়া শুনাইয়া তাহার জবাব গ্রহণ করিয়াই বিচার শুর‍ু করিতে হয়।

এই প্রেক্ষিতে আরো উলে-খ করা প্রয়োজন যে মৃত্যুদন্ডযোগ্য কোন অপরাধে আসামীর পক্ষে কোন আইনজীবীর প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে তাহার বিচার ও শাস্‍• প্রদান অবৈধ হইবে। কাজেই সেই অপরাধে অনুপস্থিত কোন আসামীর পক্ষেও state defence হিসাবে খবমধষ Remembrancer’s Manual মোতাবেক একজন আইনজীবী নিয়োগ করা বিচারিক আদালতেরই কর্তব্য হয় এবং সেই আইনজীবীর সমস্‍• ব্যয় সরকারকেই বহন করিতে হয়। কাজেই যে কোন অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে একটা চরম ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কিছু জটিল পদ্ধতি অতিক্রম করিয়াই আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে হয়।

আমলযোগ্য গুর‍ুতর অপরাধেই কেবল আসামীকে সঠিক তদন্‍• ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে গ্রেপ্তার করাটা প্রকৃত আইন ও পদ্ধতি, অনুপস্থিতিটা একটা অস্বাভাবিক, চরম ও ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একজন লোক দিনের বেলায় তাহার স্‍•ীকে হত্যা করিয়া রক্তমাখা ছুরি হাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পালাইয়া যাইবার সময় প্রতিবেশী দুইজন লোক তাহাকে রক্তমাখা ছুরি লইয়া পালাইয়া যাইতে দেখিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় পুলিশকে ডাকিয়া আনিতে বা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ গ্রহণ করিতে গেলে ইত্যবসরে ঐ হত্যাকারীটি পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে এবং তাহাকে আর কখনোই বিচারের সম্মুখে হাজির করা নাও যাইতে পারে। এর ফলে ারপঃরস পরিবার ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত হইবে। এইজন্যই এইরূপ গুর‍ুতর অপরাধের অপরাধীকে সাধারণ নাগরিকও তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশে সোর্পদ করিবার সুস্‍ষ্ট বিধান আইনের মধ্যে রহিয়াছে। পুলিশ আসিয়া এই ধৃত আসামীকে গ্রেপ্তার করিবে, লাশের ময়না তদন্‍• করাইবে, পুলিশী তদন্‍• শুর‍ু করিবে এবং অপরাধীকে বিচারের সম্মুখীন করিবে। ইহাই আইনের স্বাভাবিক গতি ও পদ্ধতি।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে দন্ডবিধি আইন, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, সাক্ষ্য আইন এবং সংশি-ষ্ট অন্যান্য আইনসম• হের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঈৎরসরহধষ ঔঁংঃরপব ঝুংঃবস ভারত, পাকিস্‍• ান, শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। ঐ সব দেশেও আমলযোগ্য অপরাধের জন্য পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করিয়া মামলার তদন্‍• করে, ঘটনার সত্যতা উদঘাটন করে এবং আসামীকে কোর্টে প্রসিকিউট করে। আমলযোগ্য অপরাধের তদন্‍• কবে বা কত বৎসরে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। খুন, জখম,

ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, Trafficking of women for sexual exploitation ইত্যাদি জঘন্য ধরণের অপরাধ সংঘটনের পরেও যদি এজাহারে বর্ণিত বা প্রদর্শিত আসামী বা যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহভাজনদেরকে গ্রেপ্তার করা না হয় তাহা হইলে একের পর এক এই সকল অপরাধ সংঘটিত হইতে থাকিবে এবং জনগনের জানমাল একটি অসহনীয় নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পতিত হইবে।

আমলযোগ্য বিশেষ করিয়া গুর"তর অপরাধ সংঘটিত হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র সঠিক তদ"• সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করিবার লক্ষ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলিয়া যুক্তিসংগত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পুলিশ কর্তৃক পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করিবার বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে করা হইয়াছে। কিন্তু আইনের বিধান হইল গ্রেপ্তার অবশ্যই যুক্তিসংগত ও স্বচ্ছ হইতে হইবে এবং গ্রেপ্তার কখনই স্বেচ্ছাচারী (arbitrar) হইবে না। Turbulent অপরাধী ব্যতিরেকে গ্রেপ্তারকৃত অন্য কোন ব্যক্তিকে হাতকড়া বা কোমরে রশি বা পায়ে বেড়ী বাঁধার মত মানবাধিকারের পরিপন্থী কাজ করা সমীচীন হইবে না। গ্রেপ্তারের যৌক্তিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে পুলিশ রেগুলেশনে কিছু সংশোধন আনয়নক্রমে যৌক্তিকভাবে কার্যসম্জ্ঞদনের জন্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এছাড়া পুলিশ কর্তৃক অপরাধী গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কোন বীপবংং বা ঃড়ৎঃঁৎব করিলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় শাস্ি• বিধানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। গুর"তর অপরাধের সহিত জড়িত করিয়া নির্দোষ অথচ প্রতিপক্ষ কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র গ্রেপ্তার করিয়াই সমাজে তাহার সম্মানহানি ঘটানো যায় এবং এইভাবে character assassination by arrest যাতে না হয় সেজন্য পুলিশের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাটি সংকুচিত করা সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক কারণে, পুলিশের উপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব বিস্• ারের কারণেই এসব ঘটনা ঘটে। এইসব অনিয়ম ও অনাচারের প্রতিকার অন্যভাবে এবং অন্যত্র খুঁজিতে হইবে, আইন পরিবর্তন করিয়া নয়।

উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের অভিমত এই যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থেই বর্ণিত আইন সমুহের আওতাভূক্ত আমলযোগ্য অপরাধ সৃষ্টিকারী অপরাধীদেরকে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে, ভিকটিম পরিবার ক্ষতিগ্রস্• হইবে, পৎরসব ৎধঃব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমতাবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ও এই সংক্রান্• আলোচনায় উলে-খিত পেনাল (penal) আইনসম• হ পরিবর্তন বা সংশোধন করা সমীচীন হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

(ডঃ এম, এনামুল হক)
সদস্য-২

(বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সদস্য-১

(বিচারপতি মোস• াফা কামাল)
চেয়ারম্যান